দৈনিক সংবাদ

159

তারিখ 27 DEC 1989
পৃষ্ঠা 8 কলাম

শিক্ষামন্ত্রী সমীপে আবেদন

জেলা এবং উপজেলার নেত্রকোনার এলাকাধীন সাতপাই (৩) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ (দশ) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা ১৯৮৭ সনের জুন মাস হইতে অদ্য পর্যন্ত বেতন ভাতাদি পাইতেছি না। প্রত্যেক কর্মচারী প্রতি মাসে বেতন পাইয়া যে স্থলে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিতেছে না সে স্থলে ৩১ (একত্রিশ) মাস যাবৎ বেতন-ভাতাদি বন্ধ থাকিলে কি অবস্থা হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে মাননীয় উপজেলা শিক্ষা অফিসার হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা বিভাগের সর্বস্তরে আবেদন করিয়াছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ফল পাই নাই।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী উর্ধ্বতন অফিসে কোন আবেদন করিলে আবেদনপত্র প্রতিবেদনের জন্য নিম্ন অফিসে প্রেরিত হইয়া তদানুযায়ী আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির সঠিক পূর্ণ প্রতিবেদনের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসে। এইখানে সব গলদ। আমরা উক্ত অফিসের মন জয় করিতে না পারায় বিষয়টির নির্ধারিত তারিখে প্রতিবেদন না দিয়ে নানা টালবাহানাক্রমে দীর্ঘদিন ফাইলবন্দী রাখিয়া অবশেষে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন না করিয়া প্রত্যেকবারই আমাদিগকে হয়রানি করিতেছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত সুদৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক পুংখানুপুংখরূপে তদন্তক্রমে আমাদের বেতন-ভাতাদি বন্ধ থাকার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আমাদের বেতন-ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানাই।

১০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পক্ষে--

মোঃ শওকত আলী,
ভারপ্রাপ্ত-প্রধান শিক্ষক,
সাতপাই (৩) সরকারী
প্রাঃ বিদ্যালয়,
নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা।